Vol. 18 | No. 1 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

Volume	18
Issue	1
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনসুর মূসা
Published online	June 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v18i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v18i1.6
Pages	96-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মনসুর মূসা

১। ভূমিকা : মূল্যায়নের অন্তরায় :

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় অনেক প্রশংসাসূচক উক্তি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জটিল জগতে তাঁর কৃতির গুরুত্ব কোথায় সেটা যথাযথভাবে সুনির্দেশিত হয়নি। কারণ বোধ হয় এই যে, শহীদুল্লাহ্র কৃতির মূল্যায়ন অন্তরায়-বিহীন নয়। প্রথমতঃ শহীদুল্লাহ্ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি একজন অসাধারণ ভাষাবিদও (Polyglot) ছিলেন। কমপক্ষে চৌদ্দটি এবং বেশীর পক্ষে আঠারোটি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল বলে জানা যায়। এত বড় একজন ভাষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকের বক্তব্যের প্রসারতা অনুধাবনের জন্য যে শিক্ষাগত মানস-প্রস্তুতি, তা সাম্প্রতিক কালের খুব স্বল্প-সংখ্যক বাঙালী পণ্ডিতের আছে। সুতরাং তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্য পুনর্বিচার করার জন্য যে ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষা-সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রয়োজন তার অভাব প্রকট। দ্বিতীয়তঃ শহীদুল্লাহ্র ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্যসমূহ ভাষা-তত্ত্বের কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিসীমিত নয়। বিভিন্ন জটিল গ্রন্থির জট-উন্মোচনের জন্যই তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সে জটিল-গ্রন্থির স্বরূপ-উপলব্ধি যাঁরা করতে পারবেন না, তার পটভূমি সম্পর্কে যাঁদের কোনো ধারণা নেই, তাঁদের পক্ষে শহীদুল্লাহ্র বক্তব্য উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার। তৃতীয়তঃ শহীদুল্লাহর রচনায় তাঁর বক্তব্যের প্রাসংগিক সূত্র-সমূহের হদিস অনেক সময় পাওয়া যায় না। পাঠককে তিনি তাঁর সম-কক্ষ মনে করেন এবং পাঠকের অবহিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ না করে সরল বালকের মতো মন্তব্য করে দায়িত্ব সম্পন্ন করার আনন্দে নিশ্চিন্ত হন। চতুর্থতঃ তাঁর অনেক ভাষাতাত্ত্বিক রচনা সমকালীন প্রয়োজনে রচিত। রচনার কালগত প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি না করলে তাঁর বক্তব্যে দ্বৈধ আছে বলে মনে হয়। পঞ্চমতঃ শহীদুল্লাহ্ আমাদের অব্যবহিত পূর্বকালের একটি বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। ভাষায়, সাহিত্যে, ধর্মতত্ত্বে, অনুবাদে এবং আরো বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বহুমাত্রিকতা বিচারের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। পরিশেষে, শহীদুল্লাহ্র ভাষাতাত্ত্বিক রচনাসমূহ সুসম্পাদিত হয়ে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়নি।[১]

যে ক্রমানুযায়ী সজ্জিত ও গ্রথিত থাকলে রচনাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভবপর হতো, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তার কোনো সুশৃংখল, ক্রমাগ্রসর ও পরিপূর্ণ পরিণতির ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া যায় না। সুতরাং শহীদুল্লাহ্‌র ভাষাতাত্ত্বিক রচনাসমূহ সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত না হলে তাঁর পরিপূর্ণ মূল্যায়ন অসমাপ্ত থেকে যাবে।

২। এ উপমহাদেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষাতত্ত্বের যে শাখায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তার নাম তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীকে অভিহিত করা যেতে পারে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের স্বর্ণযুগ বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীকে যদি তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করতে হয়, তবে ভারতীয় উপমহাদেশকে বলতে হয় এর স্বর্ণভূমি। কারণ তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব তার উজ্জীবনের উপাদান লাভ করেছে ভারত উপমহাদেশ থেকে। একথা সর্বজনবিদিত যে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী স্যার উইলিয়ম জোন্স কলকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় সংস্কৃত ভাষার সংগে গ্রীক, লাতিন, জার্মান ও কেল্টিক ভাষাসমূহের সম্পর্ক আবিষ্কার করার তত্ত্ব প্রকাশের পরই তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং তার নতুন অভিযাত্রার সূত্রপাত হয়। তারপর থেকে অসংখ্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা, প্রাচ্যবিদ্যা এবং তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের দিকে এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, বপ, রাস্ক, গ্রীম, হর্ণলে, বীম্‌স্ এবং আরো অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের নাম করা যেতে পারে। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের উজ্জীবন ভূমি ভারত হলেও ভারতীয় কোনো মনীষার আবির্ভাব এক্ষেত্রে অন্ততঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায় না। বিংশ শতাব্দীতেই ভারতীয়রা এক্ষেত্রে পদার্পণ করতে শুরু করেন। যে তিন চার জন উপমহাদেশীয় পণ্ডিত এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন তাঁর মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ্ অন্যতম।

৩। শহীদুল্লাহ্‌র শিক্ষাগত পটভূমি ও ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ঃ

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই ভাষাতাত্ত্বিক কৃতিত্বের পেছনে তাঁর শিক্ষাগত পটভূমি ও ব্যক্তিগত নিষ্ঠা সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর শিক্ষাগত পটভূমি তাঁকে একাধিক ভাষা আয়ত্ত্ব করার সুযোগ এনে দেয়। তৎকালীন যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে স্বগৃহেই তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। হাওড়া জেলাস্কুল থেকে

তিনি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন। চব্বিশ পরগনার পিয়ারা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁকে লেখাপড়া করতে হয়েছে পিতার কর্মস্থান হাওড়ায়। তৎকালীন হাওড়ার পরিবেশ অনুসারে শহীদুল্লাহ্‌কে হিন্দী এবং ওড়িয়াও শিখতে হয়েছে। সুতরাং প্রেসিডেন্সী কলেজে আসার আগেই তাঁকে সাতটি ভাষার ও দুটি উপভাষার সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। শহীদুল্লাহ্‌ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ, এ পাশ করেন। এ সময়ে তিনি নিশ্চয়ই কলকাতার ভাষা-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে থাকবেন। শহীদুল্লাহ্‌ সংস্কৃতে অনার্স সহ বি, এ পড়ছিলেন হুগলী কলেজে, কিন্তু অসুস্থতার জন্য পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন নি। পরে যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং যশোর সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করেন। যশোরে আসার ফলে তিনি আরো একটি উপভাষার সংস্পর্শে আসেন। তখন শহীদুল্লাহ্‌র বয়স পঁচিশ। এ বয়সেই তিনি সাতটি ভাষা ও পাঁচটি উপভাষার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। শহীদুল্লাহ্‌ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু হয়, সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রথম ছাত্র হিসেবে শহীদুল্লাহ্‌ ভাষাতত্ত্বের জগতে প্রবেশ করেন।২ তিনি আইন পাশ করেছিলেন ; আইনের ভাষা তাঁকে নিশ্চয়ই ভাষাতাত্ত্বিক যথার্থ্য বা লিংগুইস্টিক একিউরেসী সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। শহীদুল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয় চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। এ সময়ে তিনি একটি দূরবর্তী উপভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তিনি বসিরহাটে ওকালতি করেন এবং ১৯১৯ সালে গবেষণা সহকারী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি 'বাঙলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ' সম্পর্কে অনেকগুলো ভাষণ প্রস্তুত করেন। এ-সব ভাষণে তিনি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিশ্লেষণ সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জর্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটারস'-এ, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী'তে তাঁর 'গ্রীয়ারসনের রামশর্মনের অপভ্রংশ স্তবকের পুনর্গঠন' সম্পর্কে মতামত প্রকাশিত হলে পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯২৪ সালে গ্রীয়ারসনের বক্তব্য মুদ্রিত হয় এবং তার সংগে শহীদুল্লাহ্‌র মতামত জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে শহীদুল্লাহ্‌র দুটো বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, একটি Etymologies of Kubha, √Lagh, √Cagh, √Gevaya, and Laghulo in the inscription of Asoka, অপরটি 'মাগধী প্রাকৃত ও বাঙলা।' শেষোক্ত প্রবন্ধেই তিনি বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর বহু বিতর্কিত মত ব্যক্ত করেন। তিনি গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাঙলা ভাষার

উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে পূর্ববর্তী গ্রীয়ারসন, হর্ণলে, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতের পুনর্বিচার করেন এবং ভিন্নতর মত প্রতিষ্ঠা করেন। এ, বি, কীথ এবং অন্যান্যেরা শহীদুল্লাহ্র মত গ্রহণ করেছেন। এ সময়ে শহীদুল্লাহ্ তাঁর Indian Loan-words in Arabic নামক তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধটি-ও প্রকাশ করেন (Peace, ১৯২৫)। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়নের ছুটি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে সোরবোর্নের 'আরকাইভস দ্য ল্য প্যারলে'তে প্রথম এশিয়ান ছাত্র হিসেবে লে সোঁ দু বেঙগালে Les sons du Bengalie অর্থাৎ বাঙলা ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা ডি ফোনেটিক একস্পেরিমেন্টালে লাভ করেন।

১৯২৮ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাতর-বিদ্যায় ডক্টরেট লাভ করেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির অবকাশে জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। সোরবোর্নে তিনি বৈদিক ভাষা, বৌদ্ধ সংস্কৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তিব্বতী ভাষা ও প্রাচীন পারসিক শিক্ষালাভ করেন, জার্মানীতে শিক্ষালাভ করেন প্রাচীন খোতনী, প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষা। এভাবে শহীদুল্লাহ্ তাঁর দুর্লভ ভাষাতাত্ত্বিক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করেন। শহীদুল্লাহ্র ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল নিছক জীবিকার তাগিদ মাত্র ছিল না, এটা তাঁর জীবন সাধনা। সেজন্য তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানব-কর্মাপিউটারের মতো তিনি যে সমস্যার বিস্ময়কর ও অভাবনীয় সমাধান অবলীলাক্রমে দিতে পারতেন তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৪। ভাষাতাত্ত্বিক শহীদুল্লাহ্র অবদান :

ভাষাতাত্ত্বিক হওয়ার জন্য যে শিক্ষাগত, পরিবেশগত এবং মনোভংগীগত পরিমন্ডল প্রয়োজন, শহীদুল্লাহ্ তাঁর প্রায় সবটুকুন লাভ করেছিলেন। একজন বিখ্যাত ভাষা-তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ-ও করেছিলেন। তবু দুঃখের সংগে বলতে হয়, শহীদুল্লাহ্ তাঁর প্রতিভা, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যেতে পারেন নি। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে নেই তা নয়, তবে একে আমরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলতে পারি না। কবি মধুসূদন সম্পর্কে যেমন বলা হয় যে তিনি অলিখিত মহাকাব্যের কবি, তেমনি শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কেও বলতে ইচ্ছা হয় তিনি যা দিয়েছেন তা মূল্যবান কিন্তু যা দিতে পারতেন তা অমূল্য। আমরা হয়তো আমাদের সমকালীন অনীহার জন্যেই তাঁর 'অমূল্য অবদান' লাভে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের এই অনীহা শুধু শহীদুল্লাহ্

সাহেবের প্রতি নয়, তিনি যে বিদ্যা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য এখনো বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ চালু হয়নি।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থ ODBL কিংবা Indo Aryan and Hindi-র মতো একক গ্রন্থ শহীদুল্লাহ্ রচনা করেননি, তবে তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বাঙলা ভাষার উপর বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম ও বৃহৎ গ্রন্থের মর্যাদা দাবী করতে পারে। এ গ্রন্থটি তাঁর তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফল। তাঁর পূর্ববর্তী পণ্ডিতবর্গ, বিশেষ করে বীমস্, হর্ণলে, গ্রীয়ারসন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যে ভাষাতাত্ত্বিক অবদান রেখেছেন এ গ্রন্থে এক-দিকে তিনি তার সারসংকলন করেছেন এবং অপরদিকে তাঁর নিজের মতামত তিনি তুলে ধরেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত'-এ বাঙলা উপভাষা-বৈচিত্র্যের নমুনা দিয়ে গ্রন্থা-রম্ভ হয়েছে। নমুনাগুলো সংগৃহীত হয়েছে গ্রীয়ারসনের 'লিঙ্গুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' থেকে। নমুনাগুলো তিনি পুনর্বিচার করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাধু ভাষা সংগঠনের ঔপভাষিক ভিত্তি নির্ধারণ করা। তিনি বলেছেন :

> সাধু ভাষা মধ্যবঙ্গের কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের ভাষা হইলে আমরা 'ছেলে' স্থানে 'ছাইল্যা' শব্দ দেখিতাম। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ভাষা হইলে 'ছিল' স্হানে 'আছিল' হইত। ছ, ড়, ঢ়, য, ধ প্রভৃতি উচ্চারণ 'আমাকে' 'আমাদের' ইত্যাদি শব্দরূপ এবং 'আমি করিব' 'সে করিবে' ইত্যাদি ধাতুরূপ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বর্তমান সাধু ভাষা উত্তর বা পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই।৩

সাধু বাংলা ভাষা কেন মধ্য-বঙ্গের উপভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল তার ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> বাংলা ভাষার আদিম লেখকগণ যথা চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধুভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ছাপ পড়িয়া যায়, তারপর জন্মিলেন চৈতন্য দেব (১৪৮৬ খৃঃ অঃ)। তাঁহার জন্মস্হান মধ্য-বঙ্গের নদিয়া। তিনি নিজের কথ্য ভাষার গৌরব করিতেন···এই নদের চাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল। তাঁহার অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত লেখা হইল। অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল। এই সমস্তই মধ্যবঙ্গের ভাষায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কম প্রভাব

বিস্তার করে নাই। তারপর কলিকাতা বাঙগালা দেশের রাজধানী হয়। সেখানে বাঙগালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খ্রীঃ অঃ) তারপর তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালী প্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শক্তিশালী মনীষী লেখক-গণের প্রভাবে আমরা আমাদের বর্তমান সাধু ভাষার রীতি পাইয়াছি।৪

সাধু ভাষা সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র এ মত নিঃসন্দেহে মূল্যবান ; তবে সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিচার করে, ব্যতিক্রমের কারণ ব্যাখ্যা করে এবং সামগ্রিক ভাষা-পরিস্থিতি বিচার করে রায় দিলে তাঁর মত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার যুগ-বিভাগ করেছেন এভাবে :

নব্যযুগ ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে পরবর্তী
মধ্যযুগ ১৩৫০—১৮০০= অর্থাৎ ৪৫০ বছর
সন্ধিযুগ ১২০০—১৩৫০ অর্থাৎ ১৫০ বছর
প্রাচীন যুগ ৬৫০—১২০০= অর্থাৎ ৫৫০ বছর

বাংলা ভাষার যুগ-বিভাগ করার আগে যুগ-বিভাগের কি কি মানদণ্ড ঐতি-হাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে এবং তিনি কোন্ মানদণ্ডে কোনো কালকে ৫৫০ বছর, কোনো কালকে ১৫০ বছর এবং কোনো কালকে ৪৫০ বছরের পরি-সীমার মধ্যে বিধৃত করেছেন, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ভাষার কাল-বিভাগ এবং সাহিত্যের কাল-বিভাগ এ দুটোকে বিচ্ছিন্ন না করে একটির ক্ষেত্রে অপরটিকে প্রয়োগ করেছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। বলা বাহুল্য, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কালগত ও স্থানগত বিভাগের সমস্যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা ; ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-উপভাষা সম্পর্কিত সেমিনারেও এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়নি।

বাংলা ভাষার ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ্‌র একটি বিশেষ মত আছে। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা শুরু হয়েছে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে। অন্য কোন পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন না। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ, যাকে শহীদুল্লাহ্ বলেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়', সেই 'আশ্চর্যচর্যাচয়ে'র টীকায় উদ্ধৃত মীননাথের ঃ

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥

কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকই ন ভমরা ॥

এই কবিতার বরাত দিয়ে শহীদুল্লাহ্ বলেছেন :

> মীননাথের নামান্তর মৎসেন্দ্র নাথ। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের লোক। তাঁহার রচিত পূর্বোক্ত কবিতাটিও প্রাচীন বাঙলা ভাষায়। ফরাসী পণ্ডিত sylvain levi-র মতে মৎসেন্দ্র নাথ ৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপাল গমন করেন। ইহাতে আমাদের বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দকে বাঙগালা ভাষার আরম্ভকাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকে যে বাঙগালা ভাষা ছিল তাহার একটি বাহ্য প্রমাণ আছে, এই সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে 'আগচ্ছ'-এর প্রতিশব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হয়েছে। এই 'আইশ' শব্দ বাঙগালা। ইহাতে আরও কয়েকটি প্রাচীন বাঙগালা শব্দ আছে। যথা—লই (লইয়া) ফেড় (দূর করা) পহৃণ (পরা) বেশশ (বসা) মোট্ট (মোটা)।৫

'বাঙলা ভাষার জন্ম ছয় শ পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দ' একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি Sylvain levi-র মতকে সাক্ষ্য মেনেছেন কিন্তু লেভির মতের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। বাহ্য প্রমাণের ক্ষেত্রেও তিনি 'এই সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে' 'আগচ্ছ'-এর প্রতি শব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হইয়াছে—এই কথা বলেই দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার আনন্দে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছেন। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি sylvain levi-র মতকেও পরীক্ষা করলেন না, সংস্কৃত চৈনিক অভিধানের নাম-পরিচয়ও দিলেন না এবং আগচ্ছের প্রতিশব্দকে কেন বন্ধনীর মধ্যে (অইশ) রেখে পাঠান্তরের সংশয়ের ইঙ্গিত দিলেন এ সম্পর্কেও কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। এ কারণে শহীদুল্লাহ্র বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা কেউ করেননি এবং গ্রহণ করার উৎসাহবোধও কেউ করেননি। ফলে শহীদুল্লাহ্র মত উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বাঙলা ভাষার জন্ম সম্পর্কিত শহীদুল্লাহ্র আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মত উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী অপভ্রংশ' সম্পর্কে।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন :

> বাঙগালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড়

অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।[৬]

এ অপভ্রংশের সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

> কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্রীস্টাব্দে মনে করেন। দণ্ডী (ষষ্ঠ শতকে) তাঁহার কাব্যাদর্শে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকে অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি গীত দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের (৫৫৯-৬৯) এক অনুশাসনে সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার আমরা পতঞ্জলির (খ্রীঃ পূঃ ২ শতাব্দী) মহাভাষ্যে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন গো পদের অপভ্রংশে গাবী, গোনী, গোতা, গোপতলিকা ইত্যাদি শব্দ হয়। এই গাবী হইতে বাঙ্গলায় গাই, গাভী। গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্ব্ব প্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গকামরূপী ভাষা। এই বঙ্গকামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে।[৭]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গৌড়ী অপভ্রংশের সময়-সীমা নির্ধারণ করেছেন ৪৫০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তার নমুনা দিয়েছেন 'তুম্হে ঘোড়অ দেক্খহ'। গৌড়ী অপভ্রংশের পূর্ববর্তী ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> গৌড়ী অপভ্রংশের পূর্ব্ববর্তী ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী এই প্রাকৃতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় ইহাতে র, স স্থানে ল, শ হইত না। ইহার উৎপত্তি অনুমান ২০০ খ্রীঃঅব্দে আমরা ধরিতে পারি। আমরা গৌড়ী প্রাকৃতের কোনও নিদর্শন পাই নাই।[৮]

কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কল্পিত পাঠ নির্মাণ করেছেন। যেমন—

"তুম্হে ঘোড়অং দেক্খহ" অর্থাৎ কল্পিত পাঠের ভিত্তিতে গৌড়ী অপভ্রংশের সংগে গৌড়ী প্রাকৃতের পার্থক্য একটি (ঘোড়অ/ঘোড়অং) অনুস্বরের পার্থক্য মাত্র।[৯] অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ সম্পর্কে পরবর্তীকালে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাপানী ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ ৎসুয়োশি নারা অন্যতম। তিনি তাঁর আলোচনায় শহীদুল্লাহ্‌র গৌড়ী অপভ্রংশ ও গৌড়ী প্রাকৃত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।[১০]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানতেন—"ভাষার জন্ম জীবের জন্মের মতো নয়। অমুক সন

অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এইরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না।" অথচ যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি অপভ্রংশকে আলাদা ভাষার মর্যাদা দিতে চান, সে একই কারণে আধুনিক বাঙলা ভাষা থেকে চর্যার ভাষাকে ভিন্নতর ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়। অথচ চর্যার ভাষাকে বাঙলা প্রমাণ করার জন্য শহীদুল্লাহ্ প্রবলতর যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বাঙলা ভাষার যুগ-বিভাগে প্রাচীন যুগকে সাড়ে পাঁচ শত বছর স্থায়ী বলে নির্দেশ করেছেন কিন্তু খৃীঃ ৪৫০-৬৫০ এ দুশ বছরের একটি ভাষাকাল; এবং ২০০-৪৫০ এ আড়াই শ বছরে আর একটি ভাষাকাল নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে একটির কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। এতে বুঝা যায় মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার কাল-বিভাগের যে সংকট, তার হাত থেকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-ও পরিত্রাণ পাননি। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্তে' তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক মতামতসমূহ চুম্বকাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর First Aryan colonization of ceylon প্রবন্ধে তিনি যে মত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ মাত্র তিনি এ গ্রন্থে করেছেন, বিস্তৃত প্রমাণ দেননি। Munda affinities of Bengali প্রবন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ অনূদিত হয়েছে 'বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব' অধ্যায়ে। শহীদুল্লাহ্‌র এ প্রবন্ধটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও দিক-নির্দেশক। মুণ্ডাভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, পদক্রম ও শব্দকোষ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

> বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণ গ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম প্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরো দূরবর্তী স্থানেও মুণ্ডা ভাষাসমূহের প্রচলন দেখা যায়। পূর্ব দিকে ব্যবহৃত খাশি ভাষার সহিত-ও মুণ্ডাভাষার সম্পর্ক আছে। আরো পূর্বদিকে পাকভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইলে মোন, খমার্, পালোং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায় ঃ মুণ্ডা ও খাশি ভাষার মতো এই সকল ভাষাও অষ্ট্রিক গোষ্ঠী ভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত তাহা এককালে অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল।১১

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আশা প্রকাশ করেছিলেন বাঙলা ভাষায় মুণ্ডা ভাষার প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান হবে। কিন্তু নিষ্ঠাবান যোগ্য লোকের অভাবে তা এখনও হয়নি। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বাঙলা ভাষায় অনার্য প্রভাব ও বৈদেশিক প্রভাব সম্পর্কে তিনি সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে শহীদুল্লাহ্‌র অন্তর্দৃষ্টি কত তীক্ষ্ন,

ব্যবহৃত উপাদান সমূহে তাঁর অনুধ্যান কত ব্যাপক, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি কত যুক্তি-নির্ভর, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

এ গ্রন্থের বাইরেও তাঁর বহু তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ আছে। এমনি একটি 'প্রবন্ধ সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'য় সংকলিত 'বৌদ্ধগানের ভাষা'। এই প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্ তাঁর যুক্তি, নিষ্ঠা ও বাঙলা ভাষা-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এ প্রবন্ধে উত্থাপিত যুক্তির মাধ্যমে তিনি চর্যাপদের ভাষাসংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। চর্যার ভাষা সম্পর্কে কেউ বলেছেন এটা কোন ভাষা নয়, এটা একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা, কেউ বলেছেন এটা অপভ্রংশ, কেউ বলেছেন, হিন্দী, কেউ বলেছেন মৈথিলী আর কেউ কেউ বলেছেন উড়িয়া আসামী। তিনি সবগুলো মতের পুনর্বিচার করেছেন। প্রাচ্য ভারতীয় ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টাত্মক বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে বিচার করে ডঃ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন 'আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, শান্তিপাদের ভাষা মৈথিলী' এছাড়া "কাহ্ন, সরহ, ভুসুকু প্রভৃতির ভাষা প্রাচীন বাঙালা বা বঙ্গকামরূপী বলিয়া স্থির করিয়াছি।" এ প্রবন্ধের যুক্তি খণ্ডন করে কোনো পণ্ডিত কিছু লেখেননি। তবে সম্প্রতি কোনো কোনো পণ্ডিত অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে শহীদুল্লাহ্র ঋণ স্বীকারের সৌজন্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক অবদান তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'। এ ব্যাকরণ খানা ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণে'র পূর্বে রচিত। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বলেছিলেন—"প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে। ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগীলোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।"১২ ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোক হিসেবে ডঃ শহীদুল্লাহ্ রবীন্দ্রনাথের এ প্রত্যাশা পূরণের জন্যই ব্যাকরণখানা রচনা করেছেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা ব্যাকরণ রচনায় বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছেন। এ ব্যাকরণ সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষা-শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীর জন্য রচিত। এই জন্য ইহাতে যেমন খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃতের এই ঋণ বঙ্গভাষা পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় কখনো হয়তো চুকাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নাই। আমার পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী, তবুও এই গ্রন্থে কতক এমন বিষয় আছে, যাহা আমার বহু-বর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে নতুন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে

হইয়াছে। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আমি সহজ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইৎ সহ প্রত্যয়গুলি উল্লিখিত হয়। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যয়টি যে কি তাহা নূতন শিক্ষার্থীর সহজবোধ্য হয় না। আমি ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্, টক্, ক, শ, অন, ড, ণ, অ, ঙ এই সমস্ত প্রত্যয়ই অ প্রত্যয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। তবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য বন্ধনীর মধ্যে প্রথম প্রচলিত, তৎপরে পাণিনির সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। তবে বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত।১৩

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছিলেন। খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করতে হলে কি কি পরিত্যাগ করা উচিত তাও নির্দেশ করেছেন। তবে বাঙলা ব্যাকরণ রচনার মূল আদর্শ কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। তাঁর প্রদত্ত আদর্শ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারণাকে পরিপূর্ণরূপে নাকচ করেননি। সংস্কৃত বৈয়াকরণের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক পরিত্যাজ্য বিষয়ও তিনি পরিত্যাগ করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর আলোচনাতেই উপলব্ধি করা যায় বাঙলায় সম্প্রদান কারক নেই, তবু আলোচনা থেকে তিনি সম্প্রদান কারককে সরাসরি বাতিল করে দেননি। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বলবো 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে' ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আন্তরিকতার সঙ্গে বাঙলাত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। সত্যিকার বাঙলা ব্যাকরণ যদি কখনো রচিত হয়, তবে তাঁর ব্যাকরণ পথিকৃতের গৌরব অর্জন করবে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অপর কৃতিত্ব আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনা। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান যদিও মূলতঃ যৌথ কর্ম, তবু ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অবর্তমানে এ অভিধান সুসম্পাদিত হতো কিনা সন্দেহ। তাঁর নেতৃত্বেই ১, ৬৬, ২৪৬ একলক্ষ ছেষট্টি হাজার দুশ ছেচল্লিশটি সংগৃহীত শব্দ থেকে প্রায় পঁচাত্তর হাজার শব্দ বাছাই করে বুৎপত্তি, অর্থ, ব্যবহার, স্থান-নির্দেশসহ পদ্ধতিমূলকভাবে সাজানো সম্ভবপর হয়েছে। এ অভিধানের ভূমিকায়, বাঙলা উপভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর গভীর উপভাষাজ্ঞান প্রকটিত হয়েছে। এ আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি শুধু একজন তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক নন, তুলনামূলক উপভাষাবিজ্ঞানীও বটে। এ অভিধানের প্রকাশনা ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে বাঙলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা জরিপের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তানের পরিবেশে তা সম্ভব

হয়নি। বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক প্রজ্ঞাকে শুধু বাঙলার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেননি, অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে-ও প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলোর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) আরবী বর্ণমালা
(২) Scientific Study of the Sanskrit language
(৩) The Indo Aryan Parent speech
(৪) The Sumarians and the Urdu language
(৫) The Philology of the Pashto language
(৬) The Origin of the Sinhalise language
(৭) The languages of the North-West frontiers of Pakistan
(৮) Urdu and Bengali
(৯) The Common origin of Urdu and Bengali
(১০) The Varena Country of the Avesta
(১১) Maghadi Prakrit and Bengali
(১২) Munda affinities of Bengali

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। চর্যাপদের পাঠ আলোচনায় তিনি তাঁর তিব্বতী ভাষা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন এবং বিদ্যাপতি শতকের শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণে মৈথিলী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাল-নির্ণয় এবং পদ্মাবতীর সম্পাদনায়ও তাঁর ভাষাজ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র অনেকগুলো প্রবন্ধ আমাদের ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। 'বাঙলা অক্ষর, বানান ও ভাষাসংস্কার', 'আমাদের কওমী জবান' 'আমাদের পরিভাষার সমস্যা' 'ভাষায় গণতন্ত্র : অভিজাততন্ত্র' 'বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার' 'বাংলা ভাষার ধ্বনি সংস্কার', 'বাঙলা হরফ, বানান ও ভাষা সংস্কার' ইত্যাদি প্রবন্ধ নানাভাবে এদেশের জনগণের ভাষা-সচেতনতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জনগণকে ভাষা ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার শক্তি জুগিয়েছে। এসব প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাঙলা ভাষা-ভাষী জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে।

উপসংহার :

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাজ-সচেতন ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। সেজন্য ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি তাঁর মনীষাকে সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছেন। তত্ত্বের সঙ্গে প্রজ্ঞার এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কল্যাণবোধের সমন্বয়,—এরই নাম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা ও আত্মবিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে চিরকাল মনোলোকে জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করবেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র ভাষাতাত্ত্বিক রচনাসমূহ সম্পাদনার আদর্শ কি রকম হওয়া উচিত তার জন্য মৃণাল নাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল) ভাষা, প্রথমবর্ষ, চতুর্থ প্রকাশ-৭৪
২। Anwar S. Dil, Linguistic Studies in Pakistan, 1968
৩। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা—২
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩—৪
৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা—১০
৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা—১১
৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা—১২
৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা—১২
৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা—১৯
১০। ৎসুয়োশি নারা, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ,
১১। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা—৬৭
১২। রবীন্দ্রনাথ, বাংলা উচ্চারণ, (১২৯২) শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড।
১৩। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ, ভূমিকা